45545 - কেউ রোজা রেখে এমন কোন দেশে সফর করল যেখানে রমজান বিলম্বে শুরু হয়েছে এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিকে কি ৩১ দিন রোজা রাখতে হবে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যদি আমি এক দেশে রোজা পালন শুরু করে রমজান মাসের মধ্যে অন্য কোন দেশে ভ্রমণ করি যেখানে রমজান একদিন পরে শুরু হয়েছে, মাসের শেষে দিকে সে দেশবাসী যখন ৩০ তম রোজা পালন করছে তখন কি আমি তাদের সাথে রোজা রাখব; এতে তো আমার ৩১টি রোজা পালন হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যদিকোনব্যক্তিরমজানের প্রথম রোজা যে দেশে রেখেছে সে দেশ থেকে এমন কোন দেশেসফর করে যেখানেঈদুলফিতরবিলম্বে হয় তাহলে সে ব্যক্তি রোজা পালনচালিয়েযাবেযতদিননাসে দেশবাসী ঈদ উদযাপন না করে। শাইখ বিন বায রাহিমাহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিল:

আমি পূর্ব এশিয়ার অধিবাসী। আমাদের দেশে হিজরি মাস সৌদি আরবের একদিন পর শুরু হয়। রমজান মাসে আমি দেশে যাব। আমি যদি সৌদি আরবে সিয়াম পালন শুরু করি এবং আমার দেশে গিয়ে শেষ করি, তাহলে আমার ৩১ দিন রোজা পালন করা হবে। এভাবে আমার সিয়াম পালনের হুকুম কি? আমি কতটি রোজা রাখব?

তিনি উত্তরে বলেন-

“আপনি যদি সৌদি আরব বা অন্য কোন দেশে সিয়াম পালন শুরু করেন এবং নিজের দেশে গিয়ে বাকিটা পালন করেন তাহলে আপনার দেশের লোকদের সাথে সিয়াম ভঙ্গ করবেন তথা ঈদ উদযাপন করবেন; যদিও বা তা ৩০ দিনের বেশি হয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

(الصوميومتصومون،والفطريومتفطرون)

“রোজাহলসেদিনযেদিনতোমরা (সকলে) রোজাপালনকর, আরঈদুলফিতরহলসেদিনযেদিনতোমরা (সকলে) ইফতার(রোজা ভঙ্গ) কর।”কিন্তুআপনিযদিতাকরতেগিয়ে২৯ দিনেরকমরোজাপালনকরেন, তাহলেআপনাকেপরবর্তীতে১টি

রোজোকাযাআদায়করনেতিহেবে। কারণরমজানমাস২৯দনিরেকমহতপোরনো।” সমাপ্ত[মাজমূফাতাওয়াশ-শাইখইবনে বায (১৫/১৫৫)]

শাইখ মুহাম্মাদ সালহে আল উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহ এর কাছে জানতে চাওয়া হয়ছেলি:

যদি কিনো ব্যক্তি এক মুসলমি দশে থকেে অন্য দশেে গমন কর যে দশেরে মুসলমানরো প্রথম দশেরে একদনি পরে রমজান শুরু করছেে সে ব্যক্তি সিদেশেরে লোকদরে সাথে রোজো রাখতে গয়িে তার ৩০টরি বশেি রিোজো হয়ে যায় সে ক্ষত্রেে হুকুম কী?অনুরূপভাবে এ অবস্থারবপিরীতঅবস্থারহুকুম কী?

তনিি উত্তরে বলনে :

“যদকিউেএকমুসলমিদশেথকেে অন্যমুসলমিদশেভ্রেমণকরএেবংসহৈদশেরেমজানপরে শুরুহয়, তবতেনির্ঐিদশেরেলোকরোসয়িামনা-ছাড়া পর্যন্তসয়িামপালনকরযোবনে। কারণরোজোহলসদেনি,যদেনিলোকরোসয়িামপালনকরে;আরঈদুলফতিরহলসদেনি, যদেনিলোকরোরোজো ছড়েে দয়ে। আরঈদুলআযহাহলসদেনি, যদেনিলোকরোপশুযবহেকর। তাকে এভাবে রোজো পালন করতে হবে; যদওিবাএজন্যতাকএেকদনিবাএরবশেদিনিসয়িামপালনকরতহেয়।এটসিইেমাসয়ালার অনুরূপ যখনকনো ব্যক্তি এমন কোনদশেভ্রেমণ করযেখোনসেূর্যাস্তদরেীতহেয়, তবসেে ব্যক্তকিসেূর্যাস্তনাযাওয়াপর্যন্তরোজোপালনকরতে হবে।যদওিবাএরফলে রোজো পালন স্বাভাবকিদনিরেচয়েদেুই,তনিবাততোধকিঘণ্টাবলিম্বতি হয়। এছাড়া এ কারণওে তাকে বশেদিনি রোজো থাকতে হবে যহেতেু সদ্বেতিীয় যে দশেে ভ্রমণ করছে সখোন(েশাওয়াল মাসরে) নতুনচাঁদদখোযায়নি।অথচনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদরেকে চাঁদ দখেরেোজোরাখতে ও চাঁদ দখেে রোজো ছাড়তে নর্িদশে দয়িছেনে।তনিবিলছেনে:

(صوموالرؤيته،وأفطروالرؤيته)

“তামেরা তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজোধর এবং তা (নতুন চাঁদ) দখেে রোজো ছাড়।”

আর বপিরীত অবস্থা হচ্ছ-েকোন ব্যক্তি এক দশে থকেে অন্য এক দশেে ভ্রমণ কর যেখোনে রমজান মাস প্রথম দশেরে তুলনায় আগে শুরু হয়ছে,ে তবে তনিি তাদরে সাথইে রোজোপালন ছড়েে দবিনে এবং যে কয়দনিরে রোজো বাদ পড়ছেে সে রোজোগুলো পরে কাযা আদায় করে নবিনে। যদি একদনি বাদ পড়ে তবে একদনিরে রোজোকাযা করবনে। যদি দুই দনিরে বাদ পড়ে তবে দুই দনিরে কাযা করবনে। তনিি ২৮ দনি পর রোজোছাড়লে দুই দনিরে রোজো কাযা আদায় করবনে। যদি উভয় দশেে মাস ৩০দনিে শষে হয়, আর এক দনিরে কাযা করবনে যদি উভয় দশেে বা যে কনো এক দশেে ২৯ দনিে মাস শষে হয়।”[মাজমূ‘ ফাতাওয়া আশ-শাইখইবনউেছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৪)] তাঁর কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়ছেলি -

কউে হয়ত বলবে য,ে কনে আপনি বলছনে যে প্রথম ক্ষত্রেে ৩০ দনিরে বশেি রিোজো পালন করতে হবে এবং দ্বতিীয়

ক্ষেত্রে রোযার কাযা পালন করতে হবে?

তিনি উত্তরে বলেন-

“দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রোযার কাযা রোজা পালন করতে হবে কারণ মাস ২৯ দিনের কম হতে পারে না। আর প্রথম ক্ষেত্রে সে ৩০ দিনের বেশি রোজা পালন করবে কারণ তখনও নতুন চাঁদ দেখা যায়নি। প্রথম ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলব রোজা ছেড়ে দাও যদিও তোমার ২৯ দিন পূর্ণ হয়নি। কারণ নতুন চাঁদ দেখা গিয়েছে। নতুন চাঁদ দেখা যাওয়ার পর রোজা ছেড়ে দেয়া বাধ্যতামূলক। শাওয়াল মাসের প্রথম দিন রোজা পালন করা হারাম। আর কেউ যদি ২৯ দিনের কম রোজা পালন করে থাকে তাহলে তাকে ২৯ দিন পূর্ণ করতে হবে। এটি দ্বিতীয় অবস্থা হতে ভিন্ন। কারণ যে দেশে আসা হয়েছে সেখানে তখন রমজান চলছে; নতুন চাঁদ দেখা যায় নি। যেখানে এখনও রমজান চলছে সেখানে কিভাবে রোজা ভঙ্গ করা যেতে পারে?তাই আপনাকে রোজা পালন চালিয়ে যেতে হবে। আর যদি তাতে মাস বেড়ে যায়, তাহলে তা দিনের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ার মত।”[মাজমূ ‘ফাতাওয়া আশ-শাইখ ইবনউছাইমীন (১৯/ প্রশ্ন নং ২৫)]

আরো জানতে দেখুন (38101) নং প্রশ্নের উত্তর। আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।